আজকের কাগজ

তারিখ 15 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

10

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ৭ জন শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

আমানুর আমান ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে ৭ জন শিক্ষক প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই নিয়োগলাভ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আল দাওয়াহ, আল কোরান ও আল হাদিস বিভাগে বর্তমানে কর্মরত ৭ জন শিক্ষক উপাচার্যের প্রত্যক্ষ মদদে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নিয়োগলাভ করেছেন। সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর উপাচার্য আব্দুল হামিদ সিলেকশন বোর্ড বসিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বিধি লংঘন করে উক্ত ৭ জন শিক্ষকের নিয়োগ কার্য সম্পন্ন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরকৃত ৭ জুন '৯২ প্রসাশন ইঃবি ৯২-৩৩০১ নং স্মারকে উক্ত নিয়োগের জন্যে কন্ডিশন দেয়া হয় যে, আল দাওয়াহ, আল কোরান ও আল হাদিস বিভাগের প্রার্থীদের স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর ও কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে। কিন্তু যাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে আল দাওয়াহ বিভাগের মোঃ শহিদুল ইসলাম নবী ও শাহীদ মোঃ রেজয়ানের কামিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ রয়েছে। আল হাদিস বিভাগের মোঃ জাকির হোসাইনের কামিল হাদিস ৮১ ও কামিল ফিকাহ ৮৩ উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী রয়েছে। আবার অনেকেই রয়েছেন যারা একই সেশনে দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কামিল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে অধ্যয়নরত ছিলেন এবং একই সালে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আইনানুযায়ী তাদের দু'টি পরীক্ষার মধ্যে একটি পরীক্ষার ফল বাতিল হয়ে যাবে। আর তাহলে তাদের দরখাস্ত করার যোগ্যতা থাকে না। অথচ ইসলামী ছাত্র শিবিরের একনিষ্ঠ ক্যাডার হওয়ার দরুন এবং উপাচার্যের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির হাত শক্ত করার জন্যে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে আল কুরআন বিভাগের এরশাদ উল্লাহ, ঢাকা আলীয়া থেকে কামিল তফসির '৮৫-৮৬ সেশনে, ১৯৮৭ সালে এবং কামিল আদব '৮৭-৮৮ সেশনে পাস করেছে। আবার একই সময়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) '৮৮ ও স্নাতকোত্তর '৮৯ তে উত্তীর্ন হন। আল দাওয়াহ বিভাগের আহসান উল্লাহ ফয়সাল ঢাকা আলীয়া থেকে '৮৭-৮৮ সেশনে, ১৯৮৯ সালে কামিল পাস করে এবং ১৯৮৬-৮৭-৮৮ সেশনে '৮৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মোঃ আব্দুর রহমান পাটওয়ারী কামিল ফিকাহ (রোল ৪৪১০) '৮৫-৮৬ সেশনে '৮৭ সালে এবং কামিল হাদিস (রোল -৯১৮) '৮৭-৮৮ সেশনে যখন '৮৯ তে পাস করে তখন সে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সময়ে স্নাতক (সম্মান) '৮৮ তে ও স্নাতকোত্তর '৮৯ তে পাস করে। ঠিক একইভাবে আল হাদিস বিভাগের রুহুল আমিন কামিল (রোল-৬৮৬) ৮৫-৮৬ সেশনে '৮৭ সালে পাস করে একই সেশনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) পাস করে। আল কুরআন বিভাগের এবিএম সিদ্দিকুর রহমান '৮৭ সালে কামিল (রোল ২৭-১৮ কুমিল্লা) অসদুপায় অবলম্বন করার দায়ে দু'বছরের জন্যে বহিষ্কার করা হয়। ঐ একই কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ৩য় বর্ষের একটি পত্র বাতিল করেছিলো। এ ক্ষেত্রে ব্রেক অব স্টাডি থাকলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় অযোগ্য বলা হয়। কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এভাবে উপাচার্য ৪ বছরে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক স্বজনপ্রীতির সূতিকাগারে পরিণত করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে অপবিত্র করে ফেলেছে।